জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরাপদ খাবার পানির সংকট মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে ধারণাপত্র

জিয়া আহমেদ
সমন্বয়কারী-জেজেএস
কর্মএলাকা: মোংলা ও শরনখোলা; বাগেরহাট, প্রকল্প: কোস্টাল কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স প্রকল্প

আমরা জানি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারনে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। আর এর জন্য মূলত দায়ী তথাকথিত শিল্পে উন্নত দেশ সমুহ। শিল্প, কল-কারখানার ধোঁয়া, জ্বালানী গ্যাস, এয়ারকন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, বনভূমি উজাড়, প্রভৃতি কারনে বায়ু মন্ডলে গ্রীণহাউস গ্যাস যেমনঃ কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি বাড়ছে। গ্রীণ হাউস গ্যাস সূর্য্যরে তাপ শোষণ করার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্ণিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর জমানো বরফ খন্ড গলে সাগরে আসছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সাগরের লবণ পানি লোকালয়ে প্রবেশের ফলে ভূখন্ডের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে এই লবন পানি আটকিয়ে ১২ মাস চিংড়ি চাষ করার ফলে লবণাক্ততাকে আমরা স্থায়ী রূপ দিয়েছি। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের এই অনিবার্য কারন এবং আমাদের অদূরদর্শীতার কারনে চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে কিন্ত নিরাপদ খাবার পানির সংকট প্রতিনিয়ত তীব্রতর হচ্ছে।

সরকারি - বেসরকারি বিক্ষিপ্ত উদ্দ্যাগ নেওয়া সত্বেও দূরদর্শী চিন্তা অনুযায়ি সমন্বিত পরিকল্পনা না নেয়ার ফলে লবণাক্ততার ছোবল থেকে মুক্তির কোন পথ এখনো পাচ্ছি না। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যখন বৈঠকের পর বৈঠক করে যাচেছন তখন উপকূলীয় জনগোষ্ঠি হিসেবে আমাদের খুঁজতে হচ্ছে নিরাপদ খাবার পানির সন্ধান। লবণাক্ততার বৃদ্ধির ফলে কেবল মাত্র নিরাপদ খাবার পানি নয়, আমাদের কৃষি-জীববৈচিত্র-প্রাণবৈচিত্র-গবাদি পশু-জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদ, শাক-সবজি সব কিছুই আজ আক্রান্ত। বেড়ে গেছে চর্মরোগ, ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশা, উচ্চ রক্তচাপসহ নানাবিদ রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী মোংলার প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন উচ্চ রক্তচাপে ভূগছেন। এছাড়া নিরাপদ পানির অভাবে গর্ভবতী নারীদেরও ঝুঁকি বেড়ে গেছে। অন্যদিকে নিরাপদ পানির সংকট নারীদেরকেই সবচেয়ে বেশী ভোগাই।

মোংলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে সরকারি-বেসরকারি-ব্যক্তিমালিকানাধীন সব মিলিয়ে মোট পুকুর ১০১ টি। এর মধ্যে সরকারি পুকুর ৩০টি। ১০১ টি পুকুরের মধ্যে পানি খাবার ও রান্নার উপযোগী পুকুর আছে ৮০টি। আর ২০টি পুকুর আছে যার পানি খাবার উপযোগী না। ১০১ টি পুকুরের মধ্যে ৯৮টি পুকুরই সংস্কারসহ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজন। কারন অধিকাংশ পুকুরের পানি মানুষ সনাতন পদ্ধতিতেই ব্যবহার করছে। মোংলাপোর্ট পৌরসভায় ৬৪ হাজার মানুষের দৈনিক পানির চাহিদা রয়েছে ৫৪ লাখ লিটার। সেখানে দৈনিক সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ৫ লাখ লিটার পানি। দুই হাজার পরিবার নিরবিচ্ছিন্ন পানি পাওয়ার কথা কিন্তু তা পাচ্ছে না। পৌরসভার ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে এখনও পানির লাইন স্থাপন করা হয়নি। পৌর ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের এখনও পানি সরবরাহের আওতায় আনা হয়নি। এখন মাছমারা গ্রামসহ ১নং ওয়ার্ডের বিরাট অংশে পানি সরবরাহ করা হয় না। মোংলা বন্দরে অবস্থানরত বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজে মাঝে মধ্যে খাবার পানি সরবরাহে চরম সংকট দেখা দেয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে শুধু বাণিজ্যিক জাহাজেই নয়, বন্দর ভবন ও আবাসিক এলাকার জুড়েই বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট চলছে। বন্দর চ্যানেলে জাহাজ ভেড়ার পর প্রর্তিটি জাহাজে ১৫০/২০০ টন বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। এতোসব সমস্যা-সংকটের মধ্যেও প্রতি বছর খাবার পানির সংকট সমাধানে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। সংকট সমাধানে তারা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব দরবারে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ আদায়ে বলিষ্ট নেতৃত্ব প্রদান করছেন। পরিবেশ বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ পুরস্কার পাওয়ায় আমরা অনুপ্রাণিত হয়।¡ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্প্রসারণের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠি হিসেবে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে আমরা সফল হবো। সকলের যুথবদ্ধ ভাবনায় নিশ্চয়ই মোংলাবাসী খুঁজে পাবে নিরাপদ খাবার পানির এই সংকট থেকে উত্তোরণের টেকসই উন্নয়নের কৌশল।

সেক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ সমুহঃ

১। নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পুকুর খনন, পুনঃ খনন, সংরক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে এবং পানি সংগ্রহের সনাতন পদ্ধতি বাতিল করে পুকুর পাড়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

২। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জিও-এনজিও পর্যায়ে ট্যাংকি বিতরণ অব্যাহত এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৩। পুকুর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এ বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৪। সরকারি পুকুর বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক ইজারা বন্ধ করতে হবে। জলাধার/জলাশয়/পুকুর ভরাট করতে দেয়া যাবে না।

৫। পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ বাড়াতে হবে। মাছমারা গ্রামসহ ১, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে সরবরাহ লাইন স্থাপন করতে হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পানি সরবরাহ করতে হবে। ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ওপেন ট্যাবের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৬। মোংলা বন্দর কর্র্তৃপক্ষের পুকুর/জলাশয়/জলাধার যেন কেউ ভরাট করতে না পারে বা ব্যক্তি নামে বরাদ্দ নিতে না পারে। বন্দর কর্তৃপক্ষের একাধিক নিজস্ব ট্রিটমেন্ট স্থাপন করতে হবে এবং এর সুবিধা গ্রহণে বন্দর এলকার জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে দিতে হবে।

৭। পৌর কর্তৃপক্ষকে মোংলা উপজেলা হাসপাতালে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব পানির প্লান্ট স্থাপন করতে হবে।

৮। লবণাক্ততা রোধে ১২ মাস লবন পানি আটকিয়ে চিংড়ি চাষকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৯। উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।।

১০। লবণাক্ততা এলাকা হিসেবে মোংলায় নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তির পানি পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে এবং পাইপ লাইন দিয়ে গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ করতে হবে।